Bismillahir Rahmanir Rahim.

ABU DAUD SARIF (1st volume)
Bangla translation
net release www.banglainternet.com

Arabic compilation by Imam Abu Daud Sulaiman Ibnul Ashas As-Sistani (Rh)
and
translated by Dr. A. F. M. Abu Baker Siddique into Bangla
and
published by Muhammad Abdur Rab,
Director,
Publication,
Islamic Foundation Bangladesh.

Bismillahir Rahmanir Rahim

আবু দাউদ শরীফ

(প্রথম খন্ড)

SCANNED BY : www.banglainternet.com

আবূ দাউদ শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকূব শরীফ

ডঃ আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক

মাওলানা নূর মোহাম্মদ

সম্পাদনা

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকূব শরীফ

সহকারী সম্পাদনা

মুহাম্মদ মূসা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

ইল্‌মে হাদীছ ঃ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

হাদীছের পরিচয়	বাইশ
ইল্‌মে হাদীছের কতিপয় পরিভাষা	তেইশ
হাদীছ গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ	সাতাশ
হাদীছের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ	উনত্রিশ
সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীছ রয়েছে	উনত্রিশ
হাদীছের চর্চা ও তার প্রচার	ত্রিশ
লেখনীর মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন	বত্রিশ
উপমহাদেশে হাদীছ চর্চা	পঁয়ত্রিশ
ইমাম আবু দাউদ (রহ) ও তাঁর সুনান গ্রন্থের পরিচয়	ছত্রিশ
ইমাম আবু দাউদ (রহ)	ছত্রিশ
ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর অনুসৃত মাযহাব	সাঁইত্রিশ
তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী	আটত্রিশ
সুনানে আবু দাউদ (রহ)	আটত্রিশ
মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু দাউদ (রহ)– এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র	চল্লিশ
দীনদারীর জন্য চারটি হাদীছই যথেষ্ট	ছেচল্লিশ
সুনান গ্রন্থের প্রতিলিপিসমূহ	ছেচল্লিশ
সুনানে আবু দাউদের ভাষ্য গ্রন্থাবলী	সাতচল্লিশ

কিতাবুত তাহারাত

(পবিত্রতা)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১. পেশাব–পায়খানার সময় নির্জনে গমন সম্পর্কে	১
২. পেশাব করবার স্থান নিরূপণ সম্পর্কে	২
৩. পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে যা বলতে হয়	২
৪. কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব–পায়খানা করা মাকরূহ	৩
৫. কিবলামুখী হয়ে পেশাব–পায়খানার অনুমতি সম্পর্কে	৬

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৬.	পেশাব–পায়খানার সময় কাপড় খোলা সম্পর্কে	৭
৭.	পেশাব–পায়খানার সময় কথাবার্তা বলা মাকরূহ	৮
৮.	পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেওয়া সম্পর্কে	৮
৯.	অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির সম্পর্কে	৯
১০.	মহান আল্লাহ্‌র নাম খোদিত আংটিসহ পায়খানায় গমন সম্পর্কে	১০
১১.	পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন করা সম্পর্কে	১০
১২.	দাঁড়িয়ে পেশাব করা সম্পর্কে	১২
১৩.	রাতে পাত্রে পেশাব করে তা নিকটবর্তী স্থানে রাখা সম্পর্কে	১৩
১৪.	যে যে স্থানে পেশাব করা নিষেধ	১৩
১৫.	গোসলখানার মধ্যে পেশাব করা সম্পর্কে	১৪
১৬.	গর্তে পেশাব করা নিষেধ	১৫
১৭.	পায়খানা হতে বের হয়ে পড়বার দুআ	১৫
১৮.	ইস্তিনজা করার সময় ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা মাকরূহ	১৬
১৯.	পেশাব–পায়খানার সময় পর্দা করা	১৭
২০.	যে সমস্ত জিনিস দ্বারা ইস্তিনজা করা নিষেধ	১৯
২১.	পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা সম্পর্কে	২১
২২.	পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে	২২
২৩.	পানি দিয়ে শৌচ করা	২২
২৪.	ইস্তিন্‌জার পর মাটিতে হাত ঘষা	২৩
২৫.	মেস্‌ওয়াক করা সম্পর্কে	২৩
২৬.	মেস্‌ওয়াক করার নিয়ম সম্পর্কে	২৫
২৭.	অন্যের মেস্‌ওয়াক দিয়ে দাতন করা সম্পর্কে	২৬
২৮.	মেস্‌ওয়াক ধৌত করা সম্পর্কে	২৭
২৯.	মেস্‌ওয়াক করা স্বভাবসুলভ কাজ	২৭
৩০.	ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর মেস্‌ওয়াক করা সম্পর্কে	২৯
৩১.	উযূ ফরয হওয়া সম্পর্কে	৩১
৩২.	কোন ব্যক্তির উযূ থাকা অবস্থায় নতুনভাবে উযূ করা সম্পর্কে	৩২
৩৩.	যা দ্বারা পানি অপবিত্র হয়	৩২
৩৪.	বুদাআ কূপের পানি সম্পর্কে	৩৪
৩৫.	পানি অপবিত্র না হওয়া সম্পর্কে	৩৬
৩৬.	বদ্ধ পানিতে পেশাব করা সম্পর্কে	৩৬

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৩৭.	কুকুরের লেহনকৃত পাত্র ধৌত করা সম্পর্কে	৩৭
৩৮.	বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে	৩৮
৩৯.	স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি সম্পর্কে	৪০
৪০.	স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা উযু করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে	৪১
৪১.	সাগরের পানি দ্বারা উযু করা সম্পর্কে	৪২
৪২.	নাবীয দ্বারা উযু করা সম্পর্কে	৪৩
৪৩.	মলমূত্রের বেগ থাকা অবস্থায় নামায আদায় করা যায় কি?	৪৪
৪৪.	উযুর জন্য যে পরিমাণ পানি যথেষ্ট	৪৭
৪৫.	উযুতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে	৪৯
৪৬.	উযুর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে	৪৯
৪৭.	তামার পাত্রে উযু করা সম্পর্কে	৫০
৪৮.	উযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ সম্পর্কে	৫১
৪৯.	হাত ধৌত করার পূর্বে তা (পানির) পাত্রে প্রবেশ করানো সম্পর্কে	৫২
৫০.	নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযুর বর্ণনা	৫৩
৫১.	উযুর অংগগুলো তিনবার করে ধৌত করার বর্ণনা	৬৮
৫২.	উযুর অংগ–প্রত্যঙ্গ দুইবার করে ধৌত করা সম্পর্কে	৬৮
৫৩.	উযুর অংগ–প্রত্যঙ্গ একবার করে ধৌত করা	৭০
৫৪.	গড়গড়া করা ও নাক পরিষ্কার করার মধ্যে পার্থক্য	৭০
৫৫.	নাক পরিষ্কার করা সম্পর্কে	৭০
৫৬.	দাড়ি খেলাল করা	৭৪
৫৭.	পাগড়ীর উপর মাসেহ করা	৭৪
৫৮.	উযুর সময় পা ধৌত করা সম্পর্কে	৭৫
৫৯.	মোজার উপর মাসেহ্ করা সম্পর্কে	৭৫
৬০.	মোজার উপর মাসেহ্ করার সময়সীমা	৮০
৬১.	জাওরাবায়েনের উপর মাসেহ করা	৮২
৬২.	অনুচ্ছেদ	৮৩
৬৩.	মাসেহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে	৮৩
৬৪.	উযুর পরে পানি ছিটানো সম্পর্কে	৮৬
৬৫.	উযুর পরে পঠিত দোয়া সম্পর্কে	৮৭
৬৬.	একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় সম্পর্কে	৮৮
৬৭.	উযুর মধ্যে কোন অংগ ধৌত করা থেকে বাদ পড়লে	৮৯

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৬৮.	উযূ নষ্টের সন্দেহ সম্পর্কে	৯০
৬৯.	(স্ত্রীকে) চুম্বনের পর উযূ করা সম্পর্কে	৯১
৭০.	পুরুষাংগ স্পর্শ করার পর উযূ সম্পর্কে	৯৩
৭১.	এ ব্যাপারে রোখছত (অব্যাহতি) সম্পর্কে	৯৩
৭২.	উটের গোশ্‌ত খাওয়ার পর উযূ করা সম্পর্কে	৯৪
৭৩.	কাঁচা গোশ্‌ত স্পর্শ করার পর হাত ধোয়া ও উযূ করা সম্পর্কে	৯৫
৭৪.	মৃত প্রাণী স্পর্শ করে উযূ না করা সম্পর্কে	৯৬
	২য় পারা	
৭৫.	আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযূ না করা সম্পর্কে	৯৬
৭৬.	এ ব্যাপারে (রান্না করা খাবার গ্রহণের পর উযুর বিষয়ে) কঠোরতা সম্পর্কে	৯৯
৭৭.	দুধ পানের পর উযূ করা সম্পর্কে	১০০
৭৮.	দুধ পানের পর কুল্লি না করা সম্পর্কে	১০০
৭৯.	রক্ত বের হলে উযূ করা সম্পর্কে	১০১
৮০.	ঘুমানোর পর উযূ করা সম্পর্কে	১০২
৮১.	ময়লা (নাপাক) দ্রব্যাদি পদদলিত করা সম্পর্কে	১০৫
৮২.	নামাযের মধ্যে উযূ ছুটে গেলে	১০৫
৮৩.	মযী (বীর্যরস) সম্পর্কে	১০৬
৮৩.	ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশা ও খাওয়া–দাওয়া সম্পর্কে	১০৯
৮৪.	স্ত্রী–সহবাসে বীর্যপাত না হলে	১১০
৮৫.	স্ত্রী সংগমের পর গোসলের পূর্বে পুনরায় সংগম করা সম্পর্কে	১১২
৮৬.	একবার স্ত্রী সংগমের পর পুনরায় স্ত্রী সহবাসের পূর্বে উযূ করা	১১২
৮৭.	স্ত্রী সহবাসের পর অপবিত্র অবস্থায় ঘুমানো সম্পর্কে	১১৩
৮৮.	সঙ্গমের পর অপবিত্র অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে	১১৩
৮৯.	সহবাসের ফলে অপবিত্র হওয়ার পর উযূ করা সম্পর্কে	১১৪
৯০.	সহবাসজনিত অপবিত্রতার পর বিলম্বে গোসল করা সম্পর্কে	১১৫
৯১.	অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে	১১৭
৯২.	সঙ্গমের কারণে অপবিত্র অবস্থায় মোসাফাহা করা সম্পর্কে	১১৮
৯৩.	সহবাস জনিত অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ	১১৮
৯৪.	ভুলবশতঃ অপবিত্র অবস্থায় নামাযে ইমামতি করলে	১১৯
৯৫.	স্বপ্নদোষ হলে তার বিধান	১২১

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৯৬.	মহিলাদের যদি পুরুষদের মত স্বপ্নদোষ হয়	১২২
৯৭.	যে পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করা সম্ভব	১২৩
৯৮.	অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে	১২৪
৯৯.	গোসলের পর উযূ করা সম্পর্কে	১২৯
১০০.	স্ত্রীলোকের গোসলের সময় চুল ছাড়া সম্পর্কে	১৩০
১০১.	খেত্মী মিশ্রিত পানি দ্বারা অপবিত্রাবস্থায় মাথা ধৌত করা	১৩২
১০২.	স্ত্রী ও পুরুষের বীর্য স্খলিত হওয়ার পর তা ধৌত করা	১৩৩
১০৩.	ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে খাদ্য গ্রহণ ও বসবাস সম্পর্কে	১৩৩
১০৪.	ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদ থেকে কিছু গ্রহণ সম্পর্কে	১৩৫
১০৫.	ঋতুকালীন নামাযের কাযা করার প্রয়োজন নেই	১৩৬
১০৬.	ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে সংগম করা সম্পর্কে	১৩৭
১০৭.	কোন ব্যক্তির ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম ব্যতীত অন্যভাবে মিলন	১৩৮
১০৮.	রক্ত প্রদরের রোগিণীর বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি বলে– এমন স্ত্রীলোক হায়েযের সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে– তার দলীল	১৪১
১০৯.	রক্ত প্রদরের রোগিণীর হায়েযের সময় শুরু হলে নামায ত্যাগ করবে	১৪৬
১১০.	ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ	১৫৩
১১২.	দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় ও তার জন্য একবার গোসল করা সম্পর্কে	১৫৭
১১৩.	ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের হায়েযান্তে পবিত্রতা (গোসল) অর্জন সম্পর্কে	১৫৯
১১৪.	ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত একবার গোসল করবে	১৬১
১১৫.	দুপুরের কথা উল্লেখ না করে প্রত্যহ গোসল করা সম্পর্কে	১৬২
১১৬.	ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের কয়েকদিন পরপর গোসল করা সম্পর্কে	১৬৩
১১৭.	প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা সম্পর্কে	১৬৩
১১৮.	ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের উযূ নষ্টের পর উযূ করা সম্পর্কে	১৬৪
১১৯.	রক্তস্রাব হতে পবিত্রতার পর মহিলাদের হলুদ ও মেটে রং– এর রক্ত দেখা	১৬৫
১২০.	ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলার সাথে সংগম সম্পর্কে	১৬৬
১২১.	নিফাসের সময় সম্পর্কে	১৬৬
১২২.	হায়েযের রক্ত ধৌত করা সম্পর্কে	১৬৭
১২৩.	তায়াম্মুম সম্পর্কে	১৭১

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
১২৪.	মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম করা	১৭৮
১২৫.	নাপাকী অবস্থায় তায়াম্মুম সম্পর্কে	১৮১
১২৬.	নাপাক অবস্থায় ঠান্ডার আশংকায় তায়াম্মুম করা	১৮৩
১২৭.	বসন্তের রোগী (বা আহত ব্যক্তি) তায়াম্মুম করতে পারে	১৮৪
১২৮.	তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পাওয়া গেলে	১৮৬
১২৯.	জুমুআর দিনের গোসল সম্পর্কে	১৮৭
১৩০.	জুমুআর দিন গোসল না করা সম্পর্কে	১৯৩

৩য় পারা

১৩১.	ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা	১৯৫
১৩২.	মহিলাদের হায়েযকালীন সময়ে পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌত করবে	১৯৬
১৩৩.	সংগমকালীন সময়ের পরিধেয় বস্ত্রসহ নামায আদায় করা	২০০
১৩৪.	মহিলাদের শরীরের সংগে সম্পৃক্ত কাপড়ে নামায আদায় না করা	২০০
১৩৫.	মহিলাদের দেহের সাথে সংযুক্ত কাপড়ে নামায আদায়ের অনুমতি প্রসংগে	২০১
১৩৬.	কাপড়ে বীর্য লেগে গেলে	২০২
১৩৭.	শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে	২০৩
১৩৮.	মাটিতে পেশাব লাগলে	২০৬
১৩৯.	শুষ্ক জমীনের পবিত্রতা	২০৭
১৪০.	শুষ্ক নাপাক জিনিস কাপড়ের আঁচলে লাগলে	২০৮
১৪১.	জুতা বা মোজায় নাপাক লেগে গেলে	২০৯
১৪২.	নাপাক বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আদায়কৃত নামায পুন আদায় করা	২১০
১৪৩.	থুথু বা শ্লেষ্মা কাপড়ে লাগলে	২১১

কিতাবুস সালাত (নামায) ২১৩

১.	নামায ফরয হওয়ার বর্ণনা	২১৫
২.	নামাযের ওয়াক্তসমূহ সম্পর্কে	২১৬
৩.	নবী করীম (স) কর্তৃক নামায আদায়ের সময় এবং তিনি কিভাবে তা আদায় করতেন?	২২৩
৪.	যুহরের নামাযের ওয়াক্ত	২২৪

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৫.	আসরের নামাযের ওয়াক্ত	২২৬
৬.	মধ্যবর্তী নামায (সালাতুল উসতা)	২২৮
৭.	যে ব্যক্তি (সূর্যাস্তের পূর্বে) এক রাকাত নামায পড়তে পারবে– সে যেন পুরা নামায পেয়ে গেল	২২৯
৮.	সূর্যের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত আসরের নামায আদায়ে বিলম্ব করা সম্পর্কে	২৩০
৯.	আসরের নামায পরিত্যাগকারী সম্পর্কে	২৩১
১০.	মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত	২৩২
১১.	এশার নামাযের ওয়াক্ত	২৩৩
১২.	ফজরের নামাযের ওয়াক্ত	২৩৫
১৩.	নামাযসমূহের হিফাযত সম্পর্কে	২৩৬
১৪.	ইমাম নামাযে বিলম্ব করলে	২৩৯
১৫.	নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকলে বা ভুলে গেলে কি করতে হবে?	২৪২
১৬.	মসজিদ নির্মাণ প্রসংগে	২৫০
১৭.	পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে	২৫৪
১৮.	মসজিদে আলো–বাতির ব্যবস্থা করা সম্পর্কে	২৫৫
১৯.	মসজিদের কংকর সম্পর্কে	২৫৫
২০.	মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া সম্পর্কে	২৫৬
২১.	মহিলাদের পুরুষদের হতে পৃথক পথে মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে	২৫৭
২২.	মসজিদে প্রবেশকালে পড়বার দুআ	২৫৮
২৩.	মসজিদে প্রবেশের পর নামায আদায় সম্পর্কে	২৫৯
২৪.	মসজিদে বসে থাকার ফযীলত	২৬০
২৫.	মসজিদের মধ্যে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়া মাকরূহ	২৬২
২৬.	মসজিদে থুথু ফেলা মাকরূহ	২৬২
২৭.	মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে	২৬৭
২৮.	যেসব স্থানে নামায পড়া নিষেধ	২৬৯
২৯.	উটের আস্তাবলে নামায পড়া নিষেধ	২৭০
৩০.	বালকদের কখন থেকে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে হবে	২৭১
৩১.	আযানের সূচনা	২৭৩
৩২.	আযানের নিয়ম সম্পর্কে	২৭৪

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৩৩.	ইকামতের বর্ণনা	২৮৭
৩৪.	একজনে আযান এবং অন্যজনে ইকামত দেয়া	২৮৯
৩৫.	মুআযযিনই ইকামত দিবে	২৯০
৩৬.	উচ্চস্বরে আযান দেওয়া সন্নাত	২৯০
৩৭.	নামাযের সময় নির্ধারণে মুআযযিনের দায়িত্ব	২৯১
৩৮.	মিনারের উপর উঠে আযান দেওয়া সম্পর্কে	২৯২
৩৯.	মুআযযিনের আযানের সময় ঘুর্ণন সম্পর্কে	২৯৩
৪০.	আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ করা সম্পর্কে	২৯৪
৪১.	মুআয্যিনের আযানের জবাবে যা বলতে হবে	২৯৪
৪২.	ইকামতের জবাবে যা বলতে হবে	২৯৭
৪৩.	আযানের সময়ের দু'আ সম্পর্কে	২৯৭
৪৪.	মাগরিবের আযানের সময়ে দু'আ	২৯৮

৪র্থ পারা

৪৫.	আযানের পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে	২৯৯
৪৬.	ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া	২৯৯
৪৭.	অন্ধ ব্যক্তির আযান দেয়া	৩০১
৪৮.	আযানের পর মসজিদ হতে চলে যাওয়া সম্পর্কে	৩০১
৪৯.	ইমামের জন্য মুআয্যিনের অপেক্ষা করা	৩০২
৫০.	আযানের পর পুনরায় আহবান করা	৩০২
৫১.	নামাযের ইকামত হওয়ার পরও ইমামের আসার অপেক্ষায় বসে থাকা	৩০২
৫২.	জামাআত পরিত্যাগের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে	৩০৬
৫৩.	জামাআতে নামায আদায়ের ফযীলাত	৩০৯
৫৪.	পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত	৩১০
৫৫.	অন্ধকারের মধ্যে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত	৩১৩
৫৬.	উযু করে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার নিয়মকানুন	৩১৪
৫৭.	জামাআতে নামায আদায়ের নিয়তে মসজিদে আসার পর জামাআত না পেলে	৩১৫
৫৮.	মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত সম্পর্কে	৩১৬
৫৯.	মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা সম্পর্কে	৩১৭
৬০.	ত্বরায় নামাযের জন্য যাওয়া	৩১৯
৬১.	একই নামায দুইবার একই মসজিদে জামাআতে আদায় করা	৩২০

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৬২.	ঘরে একাকী নামায আদায়ের পর মসজিদে গিয়ে জামাআত পেলে তাতে শরীক হবে	৩২১
৬৩.	জামাআতে নামায আদায়ের পর অন্যত্র গিয়ে জামাআত পেলে তাতে শরীক হবে কি?	৩২৩
৬৪.	ইমামতির ফযীলত সম্পর্কে	৩২৩
৬৫.	ইমামতি করতে একে অপরের সাথে ঝগড়া করবে না	৩২৪
৬৬.	ইমামতির জন্য যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে	৩২৪
৬৭.	মহিলাদের ইমামতি করা সম্পর্কে	৩২৯
৬৮.	মুকতাদীদের নারাযীতে ইমামতি করা নিষেধ	৩৩১
৬৯.	সৎ এবং অসৎ লোকের ইমামতি সম্পর্কে	৩৩১
৭০.	অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি করা সম্পর্কে	৩৩২
৭১.	সাক্ষাতকারীর (মেহমানের) ইমামতি সম্পর্কে	৩৩২
৭২.	ইমামের মুকতাদীর তুলনায় উঁচু স্থানে দন্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করা সম্পর্কে	৩৩৩
৭৩.	কোন ব্যক্তির একবার নামায আদায়ের পর ঐ নামাযে পুনরায় তার ইমামতি সম্পর্কে	৩৩৪
৭৪.	বসে ইমামতি করা সম্পর্কে	৩৩৫
৭৪.	দুই ব্যক্তি একত্রে নামায আদায়ের সময় কিরূপে দাঁড়াবে?	৩৩৯
৭৫.	যখন মুক্তাদীর সংখ্যা তিনজন হবে তখন তারা কিরূপে দাঁড়াবে?	৩৪০
৭৬.	সালাম ফিরানোর পর ইমামের (মুকতাদীদের দিকে) ঘুরে বসা	৩৪১
৭৭.	ইমামের স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়া	৩৪২
৭৮.	নামাযের শেষ রাকাতে মাথা উঠানোর পর ইমামের উযু নষ্ট হলে	৩৪৩
৭৯.	নামাযের হারামকারী (সূচনা) ও হালালকারী (সমাপ্তি) জিনিসের বর্ণনা	৩৪৩
৮০.	মুক্তাদীদের ইমামের অনুসরণ করা সম্পর্কে	৩৪৪
৮১.	ইমামের পূর্বে রুকু-সিজ্‌দায় যাওয়া সম্পর্কে সতর্কবাণী	৩৪৫
৮২.	ইমামের পূর্বে উঠে চলে যাওয়া সম্পর্কে	৩৪৬
৮৩.	কয়খানি কাপড় পরিধান করে নামায পড়া জায়েয	৩৪৬
৮৪.	কাঁধে কাপড় গিরা দিয়ে কোন ব্যক্তির নামায আদায় সম্পর্কে	৩৪৮
৮৫.	এক বস্ত্র পরিধান করে নামায আদায় করা- যার একাংশ অন্যের উপর থাকে	৩৪৮

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৮৬.একটি জামা পরিধান করে নামায আদায় করা	৩৪৯
৮৭. পরিধেয় বস্ত্র যদি সংকীর্ণ হয়	৩৫০
৮৮. নামাযের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা	৩৫১
৮৯. ছোট বস্ত্র কোমরে বেঁধে নামায আদায় করা সম্পর্কে	৩৫২
৯০. মহিলারা কয়টি বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়বে	৩৫৩
৯১. মহিলাদের ওড়না ছাড়া নামায আদায় করা সম্পর্কে	৩৫৪
৯২. নামাযের সময় লম্বা কাপড় পরিধান সম্পর্কে	৩৫৫
৯৩. মহিলাদের দেহের সাথে সম্পৃক্ত কাপড়ে নামায পড়া	৩৫৬
৯৪. খোঁপা বাঁধা অবস্থায় পুরুষের নামায পড়া সম্পর্কে	৩৫৬
৯৫. জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া	৩৫৭
৯৬. মুসল্লী জুতা খুলে তা কোথায় রাখবে	৩৬০
৯৭. ছোট চাটাইয়ের উপর নামায পড়া	৩৬১
৯৮. চাটাইয়ের উপর নামায পড়া	৩৬১
৯৯. কাপড়ের উপর সিজদা করা	৩৬২
১০০. কাতার সোজা করা	৩৬৩
১০১. খামসমূহের মাঝখানে কাতার বাঁধা	৩৬৮
১০২. ইমামের নিকটতম স্থানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব এবং তার থেকে দূরে থাকা অপছন্দনীয়	৩৬৮
১০৩. কাতারে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দাঁড়ানোর স্থান	৩৬৯
১০৪. মহিলাদের কাতার এবং তারা প্রথম কাতারে দাঁড়াবে না	৩৭০
১০৫. কাতারের সামনে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান	৩৭১
১০৬. যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়ে	৩৭১
১০৭. (ইমামকে রুকুতে দেখে) কাতারে না পৌঁছেই রুকুতে যাওয়া	৩৭২
১০৮. নামাযের সময় কিরূপ সূত্রা বা আড় ব্যবহার করবে	৩৭৩
১০৯. সূতরা দেওয়ার মত লাঠি না পেলে মাটিতে রেখা টানা	৩৭৪
১১০. জন্তুযান সামনে রেখে নামায পড়া	৩৭৬
১১১. নামায পড়ার সময় সূতরা কোন্ জিনিসের বিপরীতে স্থাপন করবে	৩৭৬
১১২. বাক্যালাপে রত এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে সামনে রেখে নামায পড়া	৩৭৭
১১৩. সূতরার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ানো	৩৭৭
১১৪. নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়া	৩৭৮

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১১৫. নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ	৩৮০
১১৬. যে জিনিসের কারণে নামায নষ্ট হয়	৩৮১
১১৭. ইমামের সূতরা মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট	৩৮৪
১১৮. মহিলারা নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট না হওয়ার বর্ণনা	৩৮৪
১১৯. নামাযীর সামনে দিয়ে গাধা অতিক্রম করলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না	৩৮৭
১২০. নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর গেলে নামাযের ক্ষতি হয় না	৩৮৮
১২১. কোন কিছুই সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয় না	৩৮৯
১২২. রাফউল ইয়াদাইন (নামাযের মধ্যে উভয় হাত উঠানো)	৩৯১
১২৩. নামায শুরু করার বর্ণনা	৩৯৫
১২৪. দুই রাকাত শেষে উঠার সময় দুই হাত উত্তোলন (রাফউল ইয়াদাইন) সম্পর্কে	৪০৪
১২৫. রুকূর সময় হাত না উঠানোর বর্ণনা	৪০৭
১২৬. নামাযের সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা	৪০৯
১২৭.যে দুআ পড়ে নামায আরম্ভ করবে	৪১১
১২৮.যারা বলেন, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বলে নামায শুরু করবে	৪২০
১২৯.নামাযের প্রারম্ভে চুপ থাকার বর্ণনা	৪২১
১৩০. উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ না বলার বিবরণ	৪২৪
১৩১. উচ্চস্বরে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করার বর্ণনা	৪২৬
১৩২. কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ নামায সংক্ষিপ্ত করা	৪২৮
১৩৩. নামাযের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় সম্পর্কে	৪২৯
১৩৪. নামায সংক্ষেপ করা সম্পর্কে	৪২৯
১৩৫. যুহরের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে	৪৩২
১৩৬. শেষের দুই রাকাত সংক্ষেপ করা সম্পর্কে	৪৩৫
১৩৭. যুহর ও আসর নামাযের কিরাআতের পরিমাণ	৪৩৬
১৩৮. মাগরিবের নামাযে কিরাআত পাঠের পরিমাণ	৪৩৮
১৩৯. মাগরিবের নামাযে কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা সম্পর্কে	৪৩৯
১৪০. যে ব্যক্তি একই সূরা উভয় রাকাতে পাঠ করে	৪৪০
১৪১. ফজরের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে	৪৪১
১৪২. কোন ব্যক্তি নামাযে (সূরা ফাতিহা অথবা) কিরাআত পাঠ ত্যাগ করলে	৪৪১
১৪৩. যে নামাযের মধ্যে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করা হয়– তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে	৪৪৬

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
১৪৪.	যে নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পঠিত হয় না, তাতে মুকতাদীদের কিরাআত পাঠ সম্পর্কে	৪৪৮
১৪৫.	নিরক্ষর ও অনারব লোকদের কিরাআতের পরিমাণ	৪৫০
১৪৬.	নামাযের মধ্যে পূর্ণ তাকবীর পাঠ সম্পর্কে	৪৫২
১৪৭.	সিজদার সময় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখার বর্ণনা	৪৫৪
১৪৮.	প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের পর দাঁড়ানোর নিয়ম	৪৫৬
১৪৯.	দুই সিজদার মাঝখানে বসা	৪৫৭
১৫০.	রুকূ থেকে মাথা উত্তোলনের সময় যা বলবে	৪৫৮
১৫১.	দুই সিজদার মাঝখানে পাঠের দুআ	৪৬০
১৫২.	ইমামের সাথে নামায আদায়কালে মহিলারা পুরুষদের পরে সিজদা থেকে মাথা তুলবে	৪৬১
১৫৩.	রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে বিরতির পরিমাণ	৪৬১
১৫৪.	যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদা হতে উঠে পিঠ সোজা করে না	৪৬৩
১৫৫.	মহানবী (স)–এর বাণীঃ যার ফরয নামাযে ত্রুটি থাকবে তা তার নফল নামায দিয়ে পূর্ণ করা হবে	৪৬৯

ইল্‌মে হাদীছ ঃ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর উপর এবং তাঁর পরিবার–পরিজন ও সাহাবীগণের উপরও আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

হাদীছ মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীছ সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, হাদীছ তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিন্ড, আর হাদীছ এই হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। তা জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিত ধারা প্রবাহিত করে এর অংগ–প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীছ একদিকে যেমন আল–কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (স)–এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীছের স্থান।

আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী (স)–এর উপর যে ওহী নাযিল করেছেন– তাই হচ্ছে হাদীছের মূল উৎস। ওহী–র শাব্দিক অর্থ– ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা (উমদাতুল–কারী, ১ম খন্ড, পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান– যা প্রত্যক্ষ ওহী (وحی متلو)–র মাধ্যমে প্রাপ্ত যার নাম 'কিতাবুল্লাহ্' বা 'আল–কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্র; রাসূলুল্লাহ্ (স) তা হুবহু আল্লাহ্র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান– যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহী (وحی غیرمتلو)–র মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম 'সুন্নাহ্' বা 'আল–হাদীছ'। এর ভাব আল্লাহ্র, কিন্তু নবী করীম (স) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধিবিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। তিনি এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার–আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম–কানুন বলে

SCANNED BY : www.banglainternet.com

দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য মহানবী (স) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন– তাই হচ্ছে হাদীছ। হাদীছও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী (স)–এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেনঃ

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحىٌ يُّوحٰى -

"তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহ্র ওহী"– (সূরা নাজম ঃ ৩, ৪)।

وَلَو تَقَوَّلَ عَلَينَا بَعضَ الاَقَاوِيلِ لَاَخَذنَا مِنهُ بِاليَمِينِ - ثُمَّ لَقَطَعنَا مِنهُ الوَتِينَ -

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন– তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম"– (সূরা আল–হাক্কাহঃ৪৪–৪৬)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ "রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন– নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না"– (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন"– (নাইলুল আওতার, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬)। "জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস"– (আবু দাউদ, ইব্ন মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ পাক আমাদের নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেনঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانتَهُوا -

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"– (সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল–আয়নী (রহ) লিখেছেন, "দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে ইল্‌মে হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।" আল্লামা কিরমানী (রহ) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে হাদীছ। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম–আহ্কামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীছের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীছ (حديث) মানে কথা, প্রাচীন ও পুরাতন–এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে

যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে– তাই হাদীছ। ফকীহ্গণের পরিভাষায় মহানবী (স) আল্লাহ্র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীছ বলে। কিন্তু মুহাদ্দিছগণ এর সংগে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীছের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাদীছকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ কাওলী হাদীছ, ফেলী হাদীছ ও তাকরীরী হাদীছ।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীছে তাঁর কোন কথা বিধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (বাচনিক) হাদীছ বলে।

দ্বিতীয়ত, মহানবী (স)–এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার–আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীছে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীছ বলে।

তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী (স)–এর অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভংগী জানা যায়। অতএব যে হাদীছে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীছ বলে।

হাদীছের অপর নাম সুন্নাহ (سنة)। সুন্নাহ্ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী (স) অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাতুন–নবী (স)। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই সুন্নাহ্। কুরআন মজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ(اسوةحسنة) বলতে এই সুন্নাহ্কেই বুঝানো হয়েছে। ফিক্হ–এর পরিভাষায় সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত। হাদীছকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)–ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীছ ও ইতিহাস উভয়টিকেই বুঝায়।

আছার (اثر) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (স)–এর হাদীছ নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীছ ও আছার–এর মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (স)–এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)–এর নাম উল্লেখ করেন নি। উসূলে হাদীছের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ' হাদীছ।

ইল্মে হাদীছের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহচর্য

লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সংগে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স)–এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ : যিনি রাসূলুল্লাহ (স)–এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিছ : যে ব্যক্তি হাদীছ চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীছের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিছ (محدث) বলে।

শায়খ : হাদীছের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন : সাহাবীদের মধ্যে আবু বাক্‌র ও উমার (রা)–কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ)–কে এবং ফিক্‌হ–এর পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (রহ)–কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ : যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাফিজ (حافظ) বলে।

হুজ্জাত : একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত (حجت) বলে।

হাকিম : যিনি সমস্ত হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকিম (حاكم) বলে।

রিজাল : হাদীছের রাবী সমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর–রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত : হাদীছ বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (روايت) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীছকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীছ) আছে।

সনদ : হাদীছের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ (سند) বলে। এতে হাদীছ বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন : হাদীছের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফূ : যে হাদীছের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীছ গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ (مرفوع) হাদীছ বলে।

মাওকূফ : যে হাদীছের বর্ণনা–সূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ (موقوف) হাদীছ বলে। এর অপর নাম আছার (اثر)।

মাকতূ : যে হাদীছের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে–তাকে মাকতূ (مقطوع) হাদীছ বলে।

তা'লীক ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীছের পূর্ণ সনদ বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীছটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীছকেও 'তালীক' বলে। ইমাম বুখারী (রহ)–এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তালীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তালীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস ঃ যে হাদীছের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্‌তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীছ শুনেন নাই– সে হাদীছকে হাদীছে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয় যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র ছিকাহ্ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব ঃ যে হাদীছের রাবী হাদীছের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন সে হাদীছকে হাদীছে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্‌রায ঃ যে হাদীছের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন– সে হাদীছকে মুদ্‌রাজ (مدرج – প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে 'ইদরাজ' (ادراج) বলে। ইদ্‌রাজ হারাম। অবশ্য যদি এ দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীছ বলে।

মুনকাতি ঃ যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে– তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীছ বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে 'ইনকিতা' (انقطاع)।

মুরসাল ঃ যে হাদীছের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর উল্লেখ করে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীছ বলে।

মুতাবি ও শাহিদ ঃ এক রাবীর হাদীছের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীছ পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীছটিকে প্রথম রাবীর হাদীছটির মুতাবি (متابع) বলে– যদি উভয়

হাদীছের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীছটিকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীছটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীছ বলে।

মারূফ ও মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছ অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীছকে মারূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীছটিকে মুনকার বলে। মুনকার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ : যে মুত্তাসিল হাদীছের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবৃতগুণ সম্পন্ন এবং হাদীছটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত– তাকে সহীহ (صحيح) হাদীছ বলে।

হাসান : যে হাদীছের কোন রাবীর যাবত্গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান (حسن) হাদীছ বলে। ফিক্হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীছের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ : যে হাদীছের রাবী কোন হাসান হাদীছের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীছ বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীছটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় মহানবী (স)–এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযূ : যে হাদীছের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (স)–এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীছটিকে মাওযূ (موضوع) হাদীছ বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক : যে হাদীছের রাবী হাদীছের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত তার বর্ণিত হাদীছকে মাতরূক (متروك) হাদীছ বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম : যে হাদীছের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে–এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীছকে মুবহাম (مبهم) হাদীছ বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীছও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির : যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক রিওয়ায়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীছ বলে। এই ধরনের হাদীছ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ : প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছকে

খবরে ওয়াহিদ (خبرواحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبارالاحاد) বলে। এই হাদীছ তিন প্রকারঃ–

মাশহূর : যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীছ বলে।

আযীয : যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয (عزيز)বলে।

গারীব : যে সহীহ হাদীছ কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গারীব (غريب) হাদীছ বলে।

হাদীছে কুদসী : এ ধরনের হাদীছের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত করে। যেমন আল্লাহ্ তাঁর নবী (স)–কে ইলহাম, কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)–এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী (স) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীছে কুদসীকে হাদীছে ইলাহী (حديث الهى) বা হাদীছে রব্বানী (حديث ربانى)–ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ : যে হাদীছ একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ) উভয়ে গ্রহণ করেছেন– তাকে মুত্তাফাক আলায়হ্ (متفق عليه) হাদীছ বলে।

আদালাত : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালাত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কাজ ও আচরণ থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট–বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা, বা রাস্তা–ঘাটে পেশাব–পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাবত : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবৃত (ضبط) বলে।

ছিকাহ : যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যাবৃত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ্ (ثقه), ছাবিত (ثابت) বা ছাবাত (ثبات) বলে।

হাদীছ গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীছ গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল–জামি : যে হাদীছ গ্রন্থে আকীদা–বিশ্বাস, আহ্কাম (শরীআতের আদেশ–নিষেধ), আখলাক ও শিষ্টাচার, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের শিষ্টাচার, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ

বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীছ বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি(الجامع) বলা হয়। সাহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্ভূক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীছ খুবই কম তাই কোন কোন হাদীছ বিশারদের মতে তা জামি শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত নয়।

২. আস-সুনান : যেসব হাদীছ গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহ্কাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীছ একত্র করা হয় এবং ফিক্হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে সুনান (سنن) বলে। যেমন সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইব্ন মাজা, ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এই হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত।

৩. আল-মুসনাদ : যেসব হাদীছ গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীছসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আইশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীছ তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্রিত করা হয়। ইমাম আহ্মাদ (রহ)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

৪. আল-মু'জাম : যে হাদীছ গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীছসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মু'জাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মুজামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক : যেসব হাদীছ বিশেষ কোন হাদীছ গ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণ মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়- সেইসব হাদীছ যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীছসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা(رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তা : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা- এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তা (صحاح ستة) বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (রহ)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতেকে সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

সহীহায়ন : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবা'আ : সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ- আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ (سنن اربعه) বলে।

হাদীছের কিতাবসমূহের স্তরবিভাগ

হাদীছের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহ)–ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীছই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটিঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীছ বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীছই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণতঃ সহীহ্ ও হাসান হাদীছই রয়েছে। যঈফ হাদীছ এতে খুব কমই আছে। সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবূ দাউদ ও জামি তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনানুদ–দারিমী, সুনানে ইব্ন মাজা এবং শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ–এর মতে মুসনাদ ইমাম আহ্মাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীছই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়া'লা, মুসনাদ আবদুর রায্যাক এবং ইমাম বায়হাকী, ইমাম তাহাবী ও ইমাম তাবারানী (রহ)–এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ স্তর

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীছ গ্রহণ করা যেতে পারে না। এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীছই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাবুদ–দু'আফা, ইব্নুল–আছীরের আল–কামিল এবং খাতীব আল–বাগদাদী ও আবূ নুআয়ম–এর কিতাবসমূহ এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম স্তর

উপরিউক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীছ রয়েছে

বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহীহ হাদীছের কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীছই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (রহ) বলেনঃ আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীছ স্থান দেইনি এবং বহু সহীহ হাদীছ আমি বাদও দিয়েছি।

এইরূপে ইমাম মুসলিম (রহ) বলেন, আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীছ রয়েছে সেগুলি সবই যঈফ। সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীছ ও সহীহ কিতাব

রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবীর মতে সিহাহ সিত্তা, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনানুদ-দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের সমপর্যায়ের নয়)।

১· সহীহ ইব্নুখুযায়মা- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (৩১১ হিঃ)
২· সহীহ ইব্ন হিব্বান- আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান (৩৫৪ হিঃ)
৩· আল-মুস্তাদরাক- হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হিঃ)
৪· আল-মুখতারা- দিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭০৪ হিঃ)
৫· সহীহ আবু আওয়ানা- ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক (৩১১ হিঃ)
৬· আল-মুনতাকা- ইব্নুল জারূদ আবদুল্লাহ ইব্ন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হিঃ) এবং ইব্ন হাযম যাহিরীর (৪৫৬ হিঃ)-ও এক একটি সহীহ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না, বা কোথাও এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কি না তা জানা যায় নাই।

হাদীছের সংখ্যা

হাদীছের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি সুবৃহৎ কিতাব। এতে ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদে ৩০ হাজার হাদীছ রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীছ রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান আহ্মাদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীছ রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীছের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লাখের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীছের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীছের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীছ রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীছ মুত্তাফাক আলাইহি। তবে যে বলা হয়ে থাকে- হাদীছের সুপ্রসিদ্ধ ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীছ জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীছের একাধিক সনদ সূত্র রয়েছে (এমনকি শুধু নিয়্যাত সম্পর্কীয় اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীছটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে- তাদবীন, পৃ· ৫৪)। আর আমাদের মুহাদ্দিছগণ যে হাদীছের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীছ বলে গণ্য করেন।

হাদীছের চর্চা ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (স)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে ইসলামের

আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছ চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দুআ করেছেনঃ

"আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জল করে রাখুন– যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাজত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল, যে তা শুনতে পায়নি"– (তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ৯০)।

মহানবী (স) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বলেনঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে"– (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শুনা হবে"– (মুসতাদরাক হাকিম, ১খ, পৃ. ৯৫)। তিনি আরও বলেন, "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীছ শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হয়ো এবং তাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করো"– (মুসনাদে আহ্মাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও"– (বুখারী)।

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (স) বলেনঃ "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়"– (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ (স)–এর উল্লিখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীছ সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি সূত্রের মাধ্যমে মহানবী (স)–এর হাদীছ সংরক্ষিত হয়ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল। (২) রাসূলুল্লাহ (স)–এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীছ ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীছ মুখস্থ করে স্মৃতির ভান্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী (স) যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স)–এর হাদীছ মুখস্থ করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীছ মুখস্থ করা হত"– (সহীহ মুসলিম, ভমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও

হাদীছ সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স) যে নির্দেশই দিতেন– সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদ অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীছ আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী (স)–এ'র নিকট হাদীছ শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন– আমরা শ্রুত হাদীছগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীছ মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট–সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত"– (আল–মাজমাউয–যাওয়াইদ, ১খ, পৃ.১৬১)।

মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী (স)–এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহ্লুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন–হাদীছ শিক্ষায় রত থাকতেন।

লেখনীর মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রনয়ন

হাদীছ সংরক্ষণের জন্য যথা সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীছের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। হাদীছ মহানবী (স)–এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে– বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সংগে হাদীছ মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে– কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেনঃ "আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে"– (মুসলিম)। কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না মহানবী (স) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীছ লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হাদীছ বর্ণনা করতে চাই। তাই স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন।" তিনি বলেন, "আমার হাদীছ কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার"– (দারিমী)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর নিকট যা কিছু শুনতাম মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "রাসূলুল্লাহ (স) একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন।" একথা বলার পর আমি হাদীছ লেখা ত্যাগ করলাম, অতপর তা রাসূলুল্লাহ্ (স)–কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেনঃ "তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না"– (আবু দাউদ, মুসনাদে আহ্মাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)। তাঁর সংকলনের নাম ছিল

'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীছের একটি সংকলন– যা আমি নবী (স)–এর নিকট শুনেছি"– (উলূমুল হাদীছ, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীছ লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেনঃ এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)–এর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (স) বলেনঃ "তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও।" অতপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইংগিত করলেন– (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (স) ভাষণ দিলেন। আবু শাহ্ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখে দিন। নবী (স) ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন– (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহ্মাদ)। হাসান ইব্ন মুনাব্বিহ্ (রহ) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পান্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর হাদীছ লিপিবদ্ধ ছিল– (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)–এর সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামিশ্ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেনঃ আমি এসব হাদীছ মহানবী (স)–এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। অতপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকিম, ৩ খ, ৫৭৩)। রাফে ইব্ন খাদীজ (রা)–কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হাদীছ লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীছ লিখে রাখেন (মুসনাদেআহ্মাদ)।

আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)–ও হাদীছ লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর সংগেই থাকত। তিনি বলতেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স) লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল– (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)–এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পান্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেনঃ এটা ইব্ন মাসউদ (রা)–এর স্বহস্তে লিখিত– (জামি বায়ানিল ইল্ম, ১খ, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী (স) হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীছরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (স)–এর সময় থেকেই হাদীছ লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন

এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (স)–এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)–এর সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)–এর সংকলন সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন–তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীছের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবূ হুরায়রা (রা)–র নিকট আটশত তাবিঈ হাদীছ শিক্ষা করেন। সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব, উরওয়া ইব্নুয–যুবায়র, ইমাম যুহ্রী, হাসান বসরী, ইব্ন সীরীন, নাফি, ইমাম যায়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ্, মাসরূক, মাকহূল, ইকরামা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সংগে সাক্ষাত করে মহানবী (স)–এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাব'ই তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাব'ই তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের বর্ণিত ও লিখিত হাদীছগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীছের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহ) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীছের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশ্কে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর নেতৃত্বে কূফায় এবং ইমাম মালিক (রহ) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবূ ইউসুফ (রহ) ইমাম আবূ হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীছ সংকলন হচ্ছেঃ জামে সুফ্য়ান ছাওরী, জামে ইব্নুল মুবারাক, জামে ইমাম আওযাঈ, জামে ইব্ন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীছের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীছের প্রসিদ্ধ ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ ঈসা তিরমিযী, আবূ দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবন্ মাজা (রহ)–এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয়খানি হাদীছ গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগে ইমাম শাফিঈ (রহ) তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহ্মাদ (রহ) তাঁর আল–মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সুনানু দারি

কুতনী, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান, সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত-তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীছের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীছের ভাষ্য এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস- সুন্নাহ, নাইলুল- আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

উপমহাদেশে হাদীছ চর্চা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীছ চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণী বাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ শায়খ শারাফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃ. ৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীছ চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীছবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীছের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলম সাহারানপুর, মাদ্রাসা-ই আলিয়া ঢাকা, মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী প্রভৃতি অসংখ্য হাদীছ কেন্দ্রসমূহ বর্তমানে ব্যাপকভাবে হাদীছ চর্চা ও গবেষণা করে চলেছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী (স)-এর হাদীছ ভান্ডার আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ও তাঁর সুনান গ্রন্থের পরিচয়

ইমাম আবু দাউদ (রহ)

তাঁর নাম সুলায়মান ইব্নুল আশ্আছ ইব্ন ইসহাক ইব্ন বাশীর ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন আম্র ইব্ন ইমরান, ডাকনাম আবু দাউদ। তাঁর উর্ধতন পুরুষ ইমরান বানু আয্দ গোত্রের লোক ছিলেন এবং তিনি হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় সিফ্ফীন প্রান্তরে শহীদ হন। 'আয্দ' আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এটি কাহ্তানী গোত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) সিজিস্তানে ২০২/৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইব্ন খাল্লিকানের মতে এটি বসরার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। শাহ্ আবদুল আযীয (রহ)-এর মতে সিজিস্তান হচ্ছে হারাত এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। কিন্তু প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ইয়াকুত হামাবী, আল্লামা সামআনী এবং আল্লামা সুবকী (রহ)-এর মতে এ স্থানটি খুরাসানে অবস্থিত। এর অপর নাম সানজার। এজন্য ইমাম আবু দাউদ (রহ)-কে সানজারীও বলা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর শৈশবকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বয়স যখন দশ বছর, তখন তিনি নীশাপুরের একটি মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানেই তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইব্ন আসলাম (রহ) (মৃত্যু ২৪২/৮৫৬)-এর সাথে অধ্যয়ন করেন। তিনি বসরায় যাওয়ার পূর্বে খুরাসানে বিভিন্ন মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছের শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ২২৪/৮৩৯ সালে কুফা সফর করে তথাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। হাদীছের আরও জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায, ইরাক ইত্যাদি জনপদ ভ্রমণ করেন। তিনি হাদীছের অন্বেষণে এত অধিক হাদীছবিশারদের সংস্পর্শে আসেন যে, খতীব তাবরীযী বলেনঃ "তাঁর শিক্ষকগণের সংখ্যা অগণিত"। তিনি ইমাম বুখারী (রহ)-এর অনেক শায়খের নিকটও হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিক্ষক হলেন- আবু আমর আয-যাবীর, মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম, আল-কানাবী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা, আবুল-ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী, আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস, আবু জাফর আন-নুফায়লী, আবু তাওবা আল-হালাবী, সুলায়মান ইব্ন হারব, উছমান ইব্ন আবু শায়বা, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন প্রমুখ।

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রহ) একদিকে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর উস্তাদ, অপরদিকে ইমাম আহ্মাদ (রহ)-এর কোন কোন উস্তাদ ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহ্মাদ (রহ) নিজেও ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে উতায়বা-এর হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন।

SCANNED BY : www.banglainternet.com

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর যশ-খ্যাতি দেশ-বিদেশের হাদীছ অন্বেষণকারীগণকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। তাঁর দরসের মজলিসে হাজার হাজার ছাত্রের সমাগম হতো।

ইমাম তিরমিযী (রহ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহ) হাদীছে তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য ছাত্রের মধ্যে রয়েছেনঃ তাঁর পুত্র আবু বাক্‌র, আবু আওয়ানা, আবু বিশ্‌র আদ-দুলাভী, আলী ইব্‌নুল হাসান ইব্‌নুল-আব্‌দ, আবু উসামা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক, আবু সাঈদ ইব্‌নুল-আরাবী, আবু আলী আল-লুলুয়ী, আবু বাক্‌র ইব্‌ন দাসাহ্‌, আবু সালিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাঈদ আল-জানুফী, আবু আমর আহ্‌মাদ ইব্‌ন আলী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আস্‌-সুলী, আবু বাক্‌র আন-নাজ্জাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইয়াকুব (রহ) প্রমুখ। তিনি ছিলেন একজন আবিদ ও যাদিহ। দুনিয়ার শান-শওকতের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। ইব্‌ন দাসাহ্‌ বলেনঃ ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর জামার একটি হাতা প্রশস্ত এবং অপর হাতা সংকীর্ণ ছিল। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "একটি হাতার মধ্যে লিখিত হাদীছগুলো রেখে দেই এবং এজন্যই এটিকে প্রশস্ত করেছি। আর অপর হাতার মধ্যে এরূপ কিছু রাখা হয় না।"

হাফিজ মূসা ইব্‌ন হারূন তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ "ইমাম আবু দাউদ (রহ) দুনিয়াতে হাদীছের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। আর আমি তাঁর থেকে অধিক উত্তম কোন ব্যক্তি দেখিনি।"

মোল্লা আলী আল-কারী (রহ) বলেনঃ "তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী অসংখ্য। তিনি তাকওয়া, আল্লাহভীরুতা, পবিত্রতা ও ইবাদাত- বন্দেগীর দিক থেকে উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন।"

ইমাম আবু দাউদ (রহ) হাদীছ এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইব্‌ন তাগরীবিরদী (রহ) বলেনঃ "তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিজ, সমালোচক, এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং খোদাভীরু ব্যক্তি।"

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আস-সাগানী হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার প্রতি ইংগিত করে বলেনঃ "হযরত দাউদ (আ)- এর জন্য লোহাকে যেমন নরম ও মোলায়েম করে দেয়া হয়েছিল তেমনি ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর জন্য হাদীছকে সহজ করে দেয়া হয়েছে।"

আল্লামা ইয়াফি'ঈ (রহ) তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ "হাদীছ এবং ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রেই আবু দাউদ (রহ) ইমাম ছিলেন।"

বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ আল-হাকিম বলেনঃ "ইমাম আবু দাউদ (রহ) নিঃসন্দেহে তাঁর যুগের মুহাদ্দিছগণের ইমাম ছিলেন।"

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর অনুসৃত মাযহাব

আলেমগণ তাঁর অনুসৃত মাযহাব সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের

ক্ষেত্রে প্রায়ই এরূপ ঘটে থাকে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ তাদেরকে নিজ নিজ মাযহাবের অনুগামী বলে দাবী করেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ)–এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শাহ আবদুল আযীয (রহ) বলেন, কারো কারো মতে তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও এ মত পোষণ করেন। কারো মতে তিনি হানাফী মাতানুসারী ছিলেন। আবূ ইসহাক শীরাযী (রহ) তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে ইমাম আবূ দাউদ (রহ)–কে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রহ)–ও আল্লামা ইব্ন তায়মিয়া (রহ)–এর বরাতে ইমাম আবূ দাউদ (রহ)–কে হাম্বলী বলে উল্লেখ করেন। অবশ্য তাঁর সুনান গ্রন্থখানা (সুনানে আবু দাউদ) সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করলে তাঁকে হাম্বলী বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা তিনি তাঁর এ গ্রন্থের অনেক স্থানেই অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীছের মোকাবিলায় এমন হাদীছের উপর প্রধান্য দান করেছেন– যা থেকে ইমাম আহ্মাদ (রহ)–এর মাযহাবের দলীল প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ৭৩ বছর বয়সে শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ জুমুআর দিন ২৭৫/৮৮১ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে সেখানে প্রসিদ্ধ হাদীছ শাস্ত্রবিদ ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ)–এর পাশে দাফন করা হয়।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী

ইমাম আবূ দাউদ (রহ) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হলোঃ (১) সুনানে আবু দাউদ, (২) মারাসীল, (৩) আর–রাদ্দু আলাল–কাদারিয়া, (৪) আন–নাসিখ ওয়াল–মানসূখ, (৫) মা তাফাররাদা বিহী আহ্লুল–আমসার, (৬) ফাদাইলুল–আনসার, (৭) মুসনাদে মালিক ইব্ন আনাস (রহ), (৮) আল–মাসাইল, (৯) মারিফাতুল–আওকাত, (১০) কিতাবু বাদইল–ওয়াহ্য়ি ইত্যাদি।

সুনানে আবূ দাউদ (রহ)

ইমাম সাহেব কখন এ গ্রন্থখানার সংকলন সুসম্পন্ন করেন কোথাও তার সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন করে তা তাঁর শায়খ ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রহ)–এর খেদমতে পেশ করেন। তিনি গ্রন্থখানার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। আর ইমাম আহ্মাদ (রহ) ২৪১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু দাউদ (রহ) ৩৯ বছর বয়সের পূর্বেই তাঁর সুনান গ্রন্থের সংকলন সম্পন্ন করেন।

'সুনান' গ্রন্থ হাদীছ সাহিত্যের একটি ঐশ্বর্যপূর্ণ শাখা। ইসলামের ইতিহাসের অতি প্রাথমিক কাল থেকেই মুহাদ্দিছগণ মাগাযী–এর তুলনায় আহ্কাম এবং উপদেশমূলক হাদীছ সংগ্রহ ও সন্নিবেশের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে মাগাযীর বাস্তব তাৎপর্য ও আবশ্যকতা তুলনামূলকভাবে কম। অপর দিকে নবী করীম (স)–এর জীবনের অপরাপর দিক

যেমন, তাঁর উযূ, গোসল, নামায এবং হজ্জ–এর পদ্ধতি, ব্যবসা–বাণিজ্য, বিবাহ–শাদি ইত্যাদি সম্পর্কিত আদেশ–নিষেধ ঈমানদারগণের বাস্তব জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য বিষয়। এ কারণে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে মুহাদ্দিছগণ আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহ সংকলনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। আর এ ধরনের হাদীছ গ্রন্থকেই বলা হয় সুনান গ্রন্থ। ইমাম আবু দাউদ (রহ) ছিলেন এরূপ হাদীছ গ্রন্থ সংকলকগণের পথিকৃত।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) এমন একটি হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে এমন সব হাদীছ সংকলিত হয়েছে যেগুলো ইমামগণ তাঁদের নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এ প্রসংগে ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ আমার এই কিতাবের মধ্যে ইমাম মালিক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শাফিঈ (রহ) প্রমুখ ইমামগণের মাযহাবের ভিত্তি বর্তমান রয়েছে। 'সুনান' গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানে আবু দাউদ সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল যুগের আলেম ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ এ গ্রন্থের প্রশংসা করে আসছেন। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম আবু দাউদ (রহ) গ্রন্থখানি সংকলন করে ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রহ)–এর নিকট পেশ করলে তিনি তা অনুমোদন করেন এবং একটি উত্তম গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেন।

আবু সাঈদ ইবনুল আরাবী বলেন, "যার নিকট আল–কুরআন এবং ইমাম আবু দাউদ–এর কিতাবখানি রয়েছে তার এ দুটির সাথে আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।"

আল্লামা আস–সাজী (রহ) বলেন, "আল্লাহ্র কিতাব আল–কুরআন ইসলামের মূল ভিত্তি আর ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর হাদীছ সংকলনখানি ইসলামের ফরমান স্বরূপ।"

আল্লামা খাত্তাবী (রহ) বলেন, "দীনী জ্ঞান–বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর মত আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। আর এ গ্রন্থখানা বিন্যাসভংগীর দিক থেকে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং বুখারী ও মুসলিম–এর তুলনায় তাতে ফিক্হ শাস্ত্রের অধিক জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে।"

ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর এ গ্রন্থখানা জনগণের মাঝে কি পরিমাণ সমাদৃত হয়েছিল এর প্রতি ইংগিত করে তাঁর ছাত্র হাফিজ মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেন, "ইমাম আবু দাউদ (রহ) তাঁর সুনান গ্রন্থখানা প্রণয়ন সম্পন্ন করে জনগণকে পাঠ করে শুনালে তা তাদের নিকট (কুরআন মজীদের মতই) অনুসরণীয় পবিত্র গ্রন্থ হয়ে গেল।"

এই গ্রন্থের ফিক্হ শাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাফিজ আবু জাফর ইব্ন জুবাইর আল–গারনাতী (মৃ. ৭০৮/১৩০৮) বলেন, "ফিক্হ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ সামগ্রিক ও নিরংকুশভাবে সংকলিত হওয়ায় সুনানে আবু দাউদ–এর যে বিশেষত্ব তা সিহাহ সিত্তার অপর কোন গ্রন্থের নেই।"

ইমাম গাযালী (রহ)–ও এ গ্রন্থের আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, "আহ্কামের হাদীছসমূহ লাভ করার জন্য একজন মুজতাহিদের পক্ষে এ গ্রন্থখানাই যথেষ্ট।"

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথিতযশা মুহাদ্দিছ শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলবী (রহ) বিশুদ্ধতার

দিক থেকে হাদীছ গ্রন্থসমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন। প্রথম স্তরে তিনি মুওয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম শরীফের স্থান দেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি সুনানে আবু দাউদ, জামে আত-তিরমিযী ও মুজতাবা আন-নাসাঈকে স্থান দেন। শাহ্ সাহেবের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, দ্বিতীয় স্তরের হাদীছ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সুনানে আবু দাউদের স্থান প্রথম।

মিফতাহুস-সাআদার গ্রন্থকার বুখারী ও মুসলিম শরীফের পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে সুনানে আবু দাউদের স্থান নির্দেশ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) পাঁচ লক্ষ হাদীছ থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর সুনান গ্রন্থে ৪,৮০০ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া এতে ছয় শত মুরসাল হাদীছও রয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (রহ) বলেন, সুনানে আবু দাউদ-এর নয়টি হাদীছকে আল্লামা ইব্নুল-জাওযী (রহ) মাওযূ (জাল) বলে যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক নয়।

মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র

ইমাম আবু দাউদ (রহ) মক্কাবাসীগণের একটি প্রশ্নের জবাবে তাঁর সুনান গ্রন্থের বিভিন্ন দিকের উল্লেখপূর্বক তাদের নিকট একটি অতি মূল্যবান চিঠি লেখেন। এই পত্রের সাহায্যে তাঁর সুনান গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আমরা নিম্নে তাঁর এ গুরুত্বপূর্ণ পত্রের বাংলা অনুবাদ পেশ করছিঃ

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ আপনাদের প্রতি সালাম। আমি সেই মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি- তিনি যেন তাঁর বান্দা এবং রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর নামের উল্লেখ হলেই তাঁর প্রতি রহমত ও করুণা বর্ষণ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং বিশেষভাবে আপনাদেরকে এমন ক্ষমা করুন যাতে কোন অপছন্দনীয় কিছু থাকবে না, আর যার পরে কোন শাস্তির ভয়ও থাকবে না। আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি যেন আপনাদেরকে "আস-সুনান" গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীছগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করি- এগুলো কি আমার জানা মতে অনুচ্ছেদের সর্বাধিক সহীহ হাদীছ?

দু'টি সহীহ হাদীছের মধ্যে যে হাদীছের বর্ণনাকারীদের অধিকাংশই হাফিয তাঁদের হাদীছ গ্রহণ[১]

আমি আপনাদের জিজ্ঞাস্য সকল বিষয়ে অবগত হয়েছি। জেনে রাখুন! এ সবই সহীহ হাদীছ। তবে যদি কোন হাদীছ দু'টি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়, তার একটি সনদের দিক থেকে শক্তিশালী হয় এবং অপর হাদীছের রাবী হিফ্য-এর দিক থেকে অগ্রগামী হন তবে আমি কখনও দ্বিতীয়

---

১. পত্রের অনুচ্ছেদগুলো ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর নয়, বরং আল্লামা মুহাম্মাদ আস-সাব্বাগ কর্তৃক সংযোজিত। পত্রের মুদ্রিত কপি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগারে রক্ষিত আছে।

হাদীছটি অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছি। তবে আমার গ্রন্থে এরূপ হাদীছের সংখ্যা ১০টির অধিক নেই।

অনুচ্ছেদসমূহে হাদীছের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ

আমি প্রতিটি অনুচ্ছেদে একটি অথবা দু'টির বেশী হাদীছ উল্লেখ করিনি, যদিও অনুচ্ছেদে অনেক সহীহ হাদীছ থাকে। কেননা এতে হাদীছের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

হাদীছের একাধিক বার উল্লেখ

আমি কোন অনুচ্ছেদে যদি একই হাদীছ দুই অথবা তিনটি সনদে উল্লেখ করে থাকি তবে তাতে কিছু অধিক কথা থাকার কারণেই তা করেছি।

হাদীছ সংক্ষিপ্তকরণ

আমি কখনও কখনও দীর্ঘ হাদীছ সংক্ষিপ্ত করেছি। কারণ পূর্ণ হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হলে কোন কোন শ্রোতা তা বুঝবে না এবং হাদীছের মধ্যে উল্লেখিত ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় মাসআলা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না।

মুরসাল হাদীছ এবং তা থেকে দলীল গ্রহণ

পূর্বসূরী আলেমগণ যেমন সুফিয়ান সাওরী (রহ), ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ) এবং ইমাম আওযাঈ (রহ) মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন। এরপর ইমাম শাফিঈ (রহ) এরূপ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না বলে মত ব্যক্ত করেন। ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ) প্রমুখ আলেমগণও এ বিষয়ে তাঁর অভিমতের অনুসরণ করেন। তবে কোন বিষয়ে মুরসাল হাদীছ ছাড়া মুসনাদ হাদীছ পাওয়া না গেলে মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। অবশ্য শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে তা মুত্তাসিল–এর অনুরূপ হবে না।

পরিত্যক্ত রাবীর হাদীছ

আমার সংকলিত 'আস–সুনান' গ্রন্থে এমন ব্যক্তির বর্ণিত কোন হাদীছ নেই যাকে হাদীছ বিশারদগণ বর্জন (মাতরূক) করেছেন।

মুনকার হাদীছের উল্লেখ

এই গ্রন্থে কোন মুনকার হাদীছ বর্ণিত হলে আমি তাকে 'মুনকার' বলে মন্তব্য করেছি। তবে অনুচ্ছেদের মধ্যে সেটি ছাড়া অনুরূপ হাদীছ আর নেই।

ইব্নুল–মুবারক, ওয়াকী, মুসলিম ও হাম্মাদ–এর গ্রন্থসমূহের সাথে তুলনা

এই গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছসমূহ ইব্নুল–মুবারক (রহ) (মৃ. ১৮১/৭৯৭) এবং ওয়াকী (মৃ. ১৯৭/৮১৩)–এর কিতাবে নেই। তবে অল্প কিছু এর ব্যতিক্রম। তাঁদের গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীছই মুরসাল। 'কিতাবুস–সুনান'–এ এমন কিছু হাদীছ রয়েছে যা ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রহ)–এর মুওয়াত্তা–র মধ্যে উত্তম পর্যায়ের। অনুরূপভাবে হাম্মাদ ইব্ন সালামা (মৃ. ১৬৭/৭৮০) এবং আবদুর–রায্যাক (মৃ. ২১১/৮২৭)–এর মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণিত কিছু উত্তম হাদীছও আমার সুনান গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আর মালিক ইব্ন আনাস, হাম্মাদ ইব্ন সালামা এবং আবদুর–রায্যাক–এর মুসান্নাফ গ্রন্থসমূহে যে সকল অধ্যায় রয়েছে আমার ধারণামতে 'আস–সুনান' গ্রন্থে সেগুলো থেকে এক–তৃতীয়াংশ অধিক অধ্যায় রয়েছে।

সকল সুন্নাত সামগ্রিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে

আমার নিকট সংগৃহীত হাদীছসমূহ থেকে আমি এ সুনান গ্রন্থ সুসজ্জিত করেছি। তোমার নিকট কেউ নবী করীম (স)–এর এমন কোন হাদীছের উল্লেখ করলে যা আমি এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করিনি তুমি তা বাতিল বলে জানবে– যদি না এ হাদীছটি আমার এই গ্রন্থের অন্য কোন সনদে থাকে। কেননা আমি এতে সকল সনদের উল্লেখ করিনি। কারণ তাতে পাঠকের উপর চাপ সৃষ্টি হতেপারে।

আমার জানামতে দ্বিতীয় আর এমন কোন ব্যক্তি নেই, যিনি সকল হাদীছ একত্রিত করেছেন। হাসান ইব্ন খাল্লাল (মৃ ২৪২/ ৮৫৬) নয় শত হাদীছ সংগ্রহ করেছেন। আর তিনি এ প্রসংগে উল্লেখ করেছেন যে, ইব্নুল–মুবারকের মতে নবী করীম (স)–এর হাদীছের সংখ্যা নয় শতের মত। তখন তাঁকে বলা হয় যে, এক ইমাম আবু ইউসুফের (মৃ ১৮২/৭৯৮) মতে হাদীছের সংখ্যা এক হাজার একশত। তখন ইব্নুল–মুবারক বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) এখান থেকে ওখান খেনে কিছু কিছু যঈফ হাদীছও গ্রহণ করে থাকেন।

কোন হাদীছে বিশেষ দুর্বলতা থাকলে তার উল্লেখ

আমার এ গ্রন্থের কোন হাদীছে বিশেষ দুর্বলতা থাকলে আমি তার উল্লেখ করেছি। অনুরূপভাবে সনদের দুর্বলতার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে।

যে হাদীছ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়নি তা গ্রহণযোগ্য

যে হাদীছ সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্য করিনি তা গ্রহণযোগ্য। আর এরূপ একটি হাদীছ অপর হাদীছ অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ। অবশ্য এ গ্রন্থখানা আমি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সংকলন করলে আমি এর প্রশংসায় অনেক কথা বলতাম।

সুনানের ব্যাপকতা

নবী করীম (স) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এমন কোন হাদীছ নেই যা তুমি এ গ্রন্থে পাবে না। তবে এমন কিছু কথা বা কালাম এর ব্যতিক্রম হতে পারে যা কোন হাদীছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আর এরূপ কমই হয়ে থাকে।

সুনান–এর মূল্যায়ন ও গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনের পর আমি আর এমন কোন কিতাবের কথা জানি না, যার শিক্ষার্জন করা জনগণের জন্য অত্যাবশ্যক। এই কিতাব লিপিবদ্ধ করার পর কোন ব্যক্তি যদি আর কোন জ্ঞান লিপিবদ্ধ না করে তাহলে তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে না। কোন ব্যক্তি যদি এ গ্রন্থখানা গভীরভাবে অধ্যয়ন করে, তা উপলব্ধি করার জন্য বিশেষভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে তবে তখনই সে এর গুরুত্ব, মহত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

এই কিতাবের হাদীছসমূহ ফিক্‌হ শাস্ত্রের মাসআলাসমূহের মূল ভিত্তি

ইমাম সুফয়ান সাওরী (রহ), ইমাম মালিক (রহ) এবং ইমাম শাফিঈ (রহ) কর্তৃক অনুসৃত মাসাআলাসমূহের মূল ভিত্তিই– এই হাদীছসমূহ।

সাহাবীগণের মতামত

আমার নিকট এ বিষয়টি পছন্দনীয় যে, আমার এ গ্রন্থে উল্লেখিত অধ্যায়সমূহের সাথে লোকেরা নবী করীম (স)–এর সাহাবীগণের মতামতও লিপিবদ্ধ করবেন।

সুফিয়ান (রহ)–এর জামে

অনুরূপভাবে লোকেরা সুফিয়ান আস–সাওরী (রহ)–এর জামে গ্রন্থের মত কিতাবও লিপিবদ্ধ করবে। কেননা সংকলিত জামে গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত।

সুনান গ্রন্থের হাদীছসমূহ মাশহুর; গারীব হাদীছ দলীলযোগ্য নয়

কিতাবুস–সুনান–এ আমি যেসব হাদীছ সন্নিবেশ করেছি তার অধিকাংশই মাশহুর স্তরের। যে সকল ব্যক্তি হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন তাদের সকলেই এভাবে হাদীছের যাচাই–বাছাই করতে সক্ষম হন না। তবে এটা গৌরবজনক বিষয় যে, সুনানের হাদীছগুলো মাশহুর। আর গরীব হাদীছ দলীলযোগ্য নয়– তার বর্ণনাকারী যদিও ইমাম মালিক, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (মৃ১৯৮/৮১৩) এবং হাদীছ শাস্ত্রে বিশ্বস্ত (ছিকাহ) আলেমগণও হয়ে থাকেন।

কোন ব্যক্তি যদি গরীব হাদীছকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে তুমি এমন ব্যক্তির সন্ধান পাবে যিনি সেই হাদীছের বিরূপ সমালোচনা করে থাকেন। হাদীছ যদি গরীব এবং শায হয় তবে

কেউ তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকলেও তা দলীলযোগ্য নয়। মাশহূর, মুত্তাসিল এবং সহীহ হাদীছ এমন যে, কোন ব্যক্তিই তা প্রত্যাখান করার দুঃসাহস করে না।

ইব্‌রাহীম নাখঈ (মৃ ৯৬/৭১৪) বলেছেন, হাদীছ বিশারদগণ গরীব হাদীছ অপছন্দ করে থাকেন।

ইয়যীদ ইব্‌ন হাবীব (মৃ ১২৮/৭৪৫/৭৪৬) বলেন, তুমি যখন কোন হাদীছ শুনবে তখন তার ভিত্তি এমনভাবে অনুসন্ধান করবে যেমন তুমি হারানো জিনিসের খোজ করে থাক। আর যদি সন্ধান পেয়ে যাও তবে উত্তম, নচেৎ তা প্রত্যাখান কর।

সহীহ হাদীছ না পাওয়ার প্রেক্ষিতে এ গ্রন্থে মুরসাল এবং মুদাল্লাস হাদীছ স্থান লাভ করেছে

আমার এ সুনান গ্রন্থখানায় এমন কিছু হাদীছ রয়েছে যা মুত্তাসিল নয়, তা মুরসাল এবং মুদাল্লাস। এরূপ হাদীছ সম্পর্কে সাধারণ হাদীছবিদগণের অভিমত এই যে, সহীহ হাদীছ পাওয়া না গেলে এ সকল হাদীছ মুত্তাসিল–এর অর্থবহ। এরূপ সনদের কিছু দৃষ্টান্তঃ

হযরত আল–হাসান (মৃ ১১০/৭২৮) হযরত জাবির (মৃ ৭৮/৬৯৭) (রা) থেকে। হযরত আল–হাসান হযরত আবূ হুরায়রা (রা) (মৃ ৫৯/৬৭৯) থেকে। হযরত আল–হাকাম ইব্‌ন উতায়বা (১১৫/৭২৩) হযরত মিকসাম (রহ) (মৃ ১০১/৭১৯) থেকে।

হাকাম (রহ) মিকসাম (রহ) থেকে মাত্র চারটি হাদীছ সরাসরি শ্রবণ করেছেন।

আবূ ইসহাক (মৃ ১২৬/৭৪৪) বর্ণনা করেন আল–হারিছ (মৃ ৬৫/৬৮৪) থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা) (মৃ ৪০/৬৬১) থেকে। আবূ ইসহাক (রহ) মাত্র চারটি হাদীছ আল–হারিছ (রহ) থেকে শুনেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটি হাদীছও মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়নি। আস–সুনান গ্রন্থে এরূপ হাদীছের সংখ্যা কম। আর সম্ভবতঃ আল–হারিছ আল– আওয়ার থেকে আস–সুনান গ্রন্থে একটির বেশী হাদীছ বর্ণিত নেই। আমি শেষ দিকে হাদীছটি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।

কখনও কখনও হাদীছের মধ্যে এমন ইংগিত থাকে যা থেকে হাদীছের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। হাদীছের মধ্যে উপস্থিত বিশুদ্ধতার এই মাপকাঠি যখন আমার নিকট অস্পষ্ট থাকে এবং আমি তা উপলব্ধি করতে অক্ষম হই তখন আমি হাদীছটি স্ব–অবস্থায় ছেড়ে দেই। আর কখনও কখনও আমি তা লিপিবদ্ধ করি, বর্ণনা করি এবং নীরব ভূমিকা পালন করি না। আবার কখনও কখনও এরূপ বর্ণনা থেকে আমি নীরব থাকি। কারণ হাদীছের এসব দোষ–ত্রুটির প্রকাশ সাধারণ লোকদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। কেননা তাদের জ্ঞান এ ধরনের বিষয় উপলব্ধি করতে অক্ষম।

সুনান–এর জুয–এর সংখ্যা

এই সুনান–এর অধ্যায়ের সংখ্যা মারাসীল সহ আঠারটি। আর এর মধ্যে মারাসীল একটি।

মুরসাল হাদীছসমূহের হুকুম

নবী করীম (স)-এর যে সকল হাদীছ মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন যা সহীহ নয়। আর তা মুত্তাসিল বলে গণ্য এবং সহীহ।

হাদীছের সংখ্যা

আমার এই কিতাবে হাদীছের সংখ্যা প্রায় ৪,৮০০। মুরসাল হাদীছের সংখ্যা প্রায় ৬০০।

সুনান গ্রন্থে হাদীছ গ্রহণের মাপকাঠি

যদি কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থের হাদীছসমূহ এবং হাদীছের মূল পাঠের অন্য হাদীছের সাথে তুলনা করে দেখতে চায়, তবে সে দেখতে পাবে যে, কখনও হাদীছ একটি সনদে বর্ণিত যা সাধারণ লোকদের নিকট পরিচিত এবং হাদীছ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ এমন ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কখনও কখনও এমন সব হাদীছের অনুসন্ধান করতাম যার মূল পাঠ ব্যাপক অর্থবহ। এই হাদীছ বিশুদ্ধ হলে এবং তার বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত হলে আমি আমার গ্রন্থে তা সংকলন করেছি।

কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীছের একটি সনদ মুত্তাসিল দেখা যায়, কিন্তু অন্য সনদের সাথে তুলনা করলে তা মুত্তাসিল প্রমাণিত হয় না। এ বিষয়টি হাদীছ শ্রবণকারীর নিকট স্পষ্ট হয় না। তবে তিনি হাদীছের জ্ঞানে অভিজ্ঞ হলে এ বিষয়ে অবহিত থাকবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইব্ন জুরাইজ (মৃ ১৫০/৭৬৭) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন-

"أُخْبِرْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ" অর্থাৎ "যুহরী (রহ)-র সূত্রে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে।" আর আল্লামা বুবসানী (মৃ ২০৪/৮১৯) এ সনদটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

অর্থাৎ "ইব্ন জুরাইজ (রহ) যুহরী (রহ)-র সূত্রে বর্ণনা করেন।"

এ সনদ যিনি শুনবেন তাকে তিনি একটি মুত্তাসিল সনদ বলে ধারণা করবেন। আর এ ধারণা অবশ্যই সঠিক নয়। আমি এ কারণেই এই সনদটি বর্জন করেছি। কেননা হাদীছের মূল (সনদ) মুত্তাসিল নয় এবং বিশুদ্ধও নয়। বরং এটি একটি ত্রুটিযুক্ত হাদীছ। এ ধরনের হাদীছের সংখ্যা অনেক।

যে ব্যক্তি হাদীছের এই বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় সে বলবেঃ আমি একটি সহীহ হাদীছ ছেড়ে দিয়েছি। আর সে এর মোকাবিলায় একটি ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ পেশ করবে।

এ গ্রন্থ আহকাম সম্পর্কিত হাদীছের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

আমি 'আস-সুনান' গ্রন্থে আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীছ ছাড়া অন্য বিষয়ের হাদীছ গ্রহণ করিনি।

যুহুদ (কৃচ্ছ সাধনা) এবং আমলের ফযীলাত প্রভৃতি বিষয়ের হাদীছ আমি এতে সন্নিবেশ করিনি। অতএব এই ৪,৩০০ হাদীছের সবগুলোই আহ্কাম সম্পর্কিত। তা ছাড়া যুহদ, ফযীলাত প্রভৃতি বিষয়ের আরও অনেক হাদীছ রয়েছে, আমি সেগুলো এই গ্রন্থে গ্রহণ করিনি।

আপনাদের প্রতি সালাম, আল্লাহ্র রহমত এবং তাঁর বরকত আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। আর আমাদের মহান নেতা হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর পরিবার–পরিজনের উপর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক (চিঠিখানি এখানে সমাপ্ত)

দীনদারীর জন্য চারটি হাদীছই যথেষ্ট

ইমাম আবু দাউদ (রহ) তাঁর এ বিশাল গ্রন্থের হাদীছসমূহ থেকে মাত্র চারটি হাদীছ কোন ব্যক্তির দীনদারীর জন্য যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। তা এই যে–

১। اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "সকল কাজ নিয়াত অনুযায়ী হয়।"

২। مِنْ حُسْنِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ "ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে– যা কিছু অর্থহীন তা বর্জন করা।"

৩। لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتّٰى يَرْضٰى لِاَخِيْهِ مَا يَرْضٰى لِنَفْسِهٖ "কোন মু'মিন ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য এমন বস্তু পছন্দ না করে যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।"

(৪) اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَالِكَ مُشْتَبِهَاتٌ الخ "হালাল এবং হারাম সুস্পষ্ট। কিন্তু এতদুভয়ের মাঝখানে কিছু সন্দেহজনক বস্তু আছে"।"

সুনান গ্রন্থের প্রতিলিপিসমূহ

অনেক হাদীছ বিশারদ ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে তাঁর সুনান গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে চার ব্যক্তির বর্ণিত প্রতিলিপি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

১। আবু আলী মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আমর আল–লু'লু'ঈ (রহ) (মৃ ৩৪১/৯৫২)। ভারত উপমহাদেশ এবং প্রাচ্যের দেশসমূহে তাঁর পাণ্ডুলিপি বহুল প্রচলিত। এ নুসখাটি অগ্রাধিকার লাভের কারণ এই যে, তিনি ২৭৫ হজরীতে ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর নিকট থেকে সুনান গ্রন্থটি শুনেছেন। আর এ বছরই ইমাম আবু দাউদ (রহ) শেষ বারের মত তাঁর ছাত্রদের দ্বারা সুনান গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ করান। তিনি এই বছরের ১৬ই শাওয়াল ইন্তিকাল করেন।

২। আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর–রাযযাক ইব্ন দাসাহ্ (মৃ ৩৪৫/৯৫৬)। লু'লু'ঈ এবং ইব্ন দাসার পাণ্ডুলিপিদ্বয়ের মধ্যে অনুচ্ছেদের ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

কিন্তু হাদীছের সংখ্যা প্রায় একই সমান। তবে হাদীছ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (রহ) যে সকল মন্তব্য করেছেন তা কোন পান্ডুলিপিতে বেশী এবং কোনটিতে কম দেখা যায়।

৩। হাফিয আবু ঈসা ইসহাক ইব্ন মূসা ইব্ন সাঈদ আর-রামলী (মৃ ৩১৭/৯২৯)। এই নুসখাটি প্রায় ইব্ন দাসার নুসখার অনুরূপ।

৪। হাফিয আবু সাঈদ আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ ইবনুল-আরাবী (মৃ ৩৪০/৯৫২)। এই নুসখার হাদীছের সংখ্যা অন্যান্য নুসখার তুলনায় কিছু কম। এতে কিতাবুল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম এবং আরও কিছু অনুচ্ছেদ নেই।

সুনানে আবু দাউদ-এর ভাষ্যগ্রন্থাবলী

এই গ্রন্থের গুরুত্ব, মূল্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে প্রতিথযশা মুহাদ্দিছগণ এর ভাষ্যগ্রন্থ ও টীকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু ভাষা গ্রন্থের এবং ভাষ্যকারগণের একটি তালিকা প্রদান করা হলো ঃ

১। মুআলিমুস-সুনানঃ রচয়িতা আবু সুলায়মান আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আল-খাত্তাবী (মৃ ৩৮৮/৯৯৮)। এই ভাষ্যখানা সর্বাধিক প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য এবং উত্তম।

২। উজালাতুল-আলিম মিন কিতাবিল-মুআলিমঃ রচয়িতা আল-হাফিয শিহাবুদ্দীন আবু মাহ্মুদ আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (মৃ ৭৬৯/১৩৬৭/১৩৬৮)। এটি মু'অলিমুস'-সুনান-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন।

৩। মিরকাতুস-সুউদ ঃ রচয়িতা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ ৯১১/১৫০৫)।

৪। দারাজাতু মিরকাতিস-সুউদঃ আল্লামা দিমনাতী। এটি মিরকাতু'স-সুউদ-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

৫। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ রচয়িতা শায়খ সিরাজুদ্দীন উমার ইব্ন আলী ইব্নুল-মুলাক্কান (মৃ ৮০৪/১৪০১)।

৬। শারহ সুনানি আবী দাউদঃ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আল-ইরাকী (মৃ ৮৪৬/১৪৪৩)।

৭। শারহ সুনানি আবী দাউদঃ শিহাবুদ্দীন আহ্মাদ ইব্নুল-হুসায়ন আর-রামলী আল-মাকদিসী (মৃ ৮৪৪/১৪৪০)।

৮। শারহ সুনানি আবী দাউদঃ কুতবুদ্দীন আবু বাক্র ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন দাঈল (মৃ ৭৫২/১৩৫১)।

৯। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ আবু যুরআ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আহ্মাদ ইব্ন আবদির রহীম আল-ইরাকী (মৃ ৮২৬/১৪২২)। এতে মূল গ্রন্থের 'সাজুদুস-সাহবি' অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১০। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ হাফিয আলাউদ্দীন মুগলাতাঈ (মৃ ৭৬২/১৩৬১)। তিনি তাঁর ভাষ্য সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

১১। তাহযীবুস-সুনানঃ ইব্নুল-কাইয়িম আল-জাওযিয়া (মৃ ৭৫১/১৩৫০)। গ্রন্থখানা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দুর্বাধ্য হাদীছসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি অনবদ্য ও চমৎকার।

১২। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ ইব্ন আহ্মাদ আল-আইনী (মৃ ৮৫৫/১৪৫১)।

১৩। আল-মানহালুল-আযবিল-মাওরূদঃ শায়খ মাহমুদ মুহাম্মাদ খাত্তাব আস-সুবকী (মৃ ১৩৫২/১৯৩৩)। এটি দশ খন্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানা সমাপ্ত করার পূর্বেই গ্রন্থকার ইন্তিকাল করেন।

১৪। ফাত্হুল-ওয়াদূদঃ আল্লামা আবুল-হাসান আস-সিন্দী (মৃ ১১৩৯/১৭২৬)। ভারতীয় আলিমগণের মধ্যে তিনিই এ গ্রন্থের সর্বপ্রথম ভাষ্যকার।

১৫। গায়াতুল-মাকসূদ ঃ আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী (মৃ ১৩২৯/১৯১১)। এটি সুনানে আবু দাউদের বৃহত্তর এবং সারগর্ভ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এটি ৩২ খন্ডে সমাপ্ত, কিন্তু শুধু প্রথম খন্ডটিই প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট খন্ডগুলোর মধ্যে মাত্র দুই খন্ড পাটনা ওরিয়েন্টাল খোদা বখ্শ খান পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে এবং অবশিষ্ট খন্ডগুলোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

১৬। আওনুল-মাবূদঃ আল্লামা শামসুল-হক আযিমাবাদী (রহ)। গায়াতুল-মাকসূদ সুনান আবু দাউদের বিশদ ও বৃহদাকার অথচ আংশিক প্রকাশিত ভাষ্যগ্রন্থ। আর 'আওনুল-মাবূদ' হচ্ছে তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ প্রকাশিত ভাষ্যগ্রন্থ।

১৭। আল-হাদয়ুল-মাহ্মূদঃ শায়খ ওয়াহীদুয-যামান লাখনাবী (১৩৩৮/১৯২০)। গ্রন্থকার প্রথমে 'সুনানের' উর্দূ অনুবাদ করেন। পরে তিনি এতে হাদীছের ব্যাখ্যা সংযোজন করেন।

১৮। আনওয়ারুল-মাহ্মূদঃ শায়খ আবুল-আতীক আবদুল-হাদী মুহাম্মাদ সিদ্দীক নাজীব আবাদী।

১৯। আত-তালীকুল-মাহ্মূদঃ শায়খ ফাখরুল-হাসান গাংগুহী (মৃ ১৩১৫/১৮৯৭)।

২০। টীকা গ্রন্থঃ কাযী মুহাদ্দিছ হুসাইন ইব্ন মুহসিন আল-আনসারী আল-ইয়ামানী।

২১। টীকা গ্রন্থ ঃ আল্লামা সাইয়্যিদ আবদুল-হাই আল-হাসানী।

২২। বাযলুল-মাজহূদ ফী হাল্লি আবী দাউদঃ শায়খ খালীল আহ্মাদ সাহারনপূরী (১২৬৯/১৮৬২-১৩৪৬/১৯২৭)। এটি একটি সুবৃহৎ ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যগ্রন্থ। বৈরূত থেকে গ্রন্থখানি ২০ খন্ডে এবং ভারত থেকে ৭ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মজীদের পরই হাদীসের স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলোর স্থান শীর্ষে। এগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো মুসলিম উম্মাহ্র কাছে স্ব স্ব মর্যাদায় সমাদৃত। সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থের একটি মশহুর সংকলন হচ্ছে 'সুনানু আবূ দাউদ'। এটির সংকলক ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। তিনি ইন্তিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে আবূ দাউদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থে সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহ্কাম সম্পর্কিত এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ফিকাহ্র দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটি ফিকাহ্বিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। মতনের (Text) দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম।

তাছাড়া সংকলিত কোন হাদীসে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইল্মে হাদীসের জগতে সুনানু আবূ দাউদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত এ হাদীসগ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত হয়ে ১৯৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

'সুনানু আবূ দাউদ' সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ হাদীসগ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনের শাওয়াল মাসে। তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র), কুতাইবা ইব্ন সাঈদ প্রমুখ। তাঁর অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী (র)।

ইমাম আবূ দাউদ (র) প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। এই পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তিনি তাঁর সুনানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থে কেবল ঐ সকল হাদীস স্থান পেয়েছে যা সহীহ্ বলে সংকলকের বিশ্বাস হয়েছে। তাঁকে হাদীস শরীফের হাফিয ও সুলতানুল মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে।

সুনানু আবূ দাউদ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ 'মুসলিম'-এর ভূমিকায় বলেন, আবূ দাউদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। ইমাম আবূ দাউদ এমন অনেক রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাঁদের উল্লেখ বুখারী ও মুসলিমে নেই। কেননা তাঁর নীতি হলো সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা যাঁদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্ততা ও টীকা-ভাষ্যের কারণে হাদীস বিশারদগণ এ সংকলনটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্নে মাখলাদ (র) বলেন, "হাদীস বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন যেমন তাঁরা কুরআনকে গ্রহণ করেন।" আবূ সাইদ আল-আরাবী (র) বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিও একজন বড় আলিম বলে গণ্য হতে পারেন।"

পৃথিবীর শতাধিক ভাষায় এ মশহুর হাদীসগ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রথম ১৯৯০ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বিপুল পাঠকনন্দিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.banglainternet.com